24 JUL 2009

ারিগরি শিক্ষার নামে বাণিজ্য

প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষা কার্যক্রমের মতো একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষার
ম মান নিশ্চিত না করিবার কারণে সরকারের এক সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত বৎসর
মেডিকেল টেকনোলজি শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।
মধ্যে ৩৫টি বন্ধ হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যে। এইবারে প্রশ্ন উঠিয়াছে দেশে কারিগরি
র মান ও সুযোগ-সুবিধা লইয়া। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেশে বর্তমানে ১৩টি
ারিসহ ১০৪টি কৃষি কলেজ, ৪২টি মেডিকেল কলেজ, ৪৮টি সরকারিসহ ১৫৭টি
টেকনিক ইন্সটিটিউট, ৬টি সরকারিসহ ২৭টি টেক্সটাইল কলেজ এবং ১টি সরকারি
ট্ট কলেজ রহিয়াছে। উহার বাহিরেও রহিয়াছে বিপুলসংখ্যক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,
লি বোর্ডের অনুমোদনের নামে অবৈধভাবে পরিচালনা করিতেছে শিক্ষা কার্যক্রম।
লর অধিকাংশেরই নাই শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাসহ উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী,
রটরি, পাঠাগার ইত্যাদি। বিলম্বে হইলেও এতদিনে বোধোদয় হইয়াছে কারিগরি শিক্ষা
র। সম্প্রতি ১৩টি পরিদর্শক টিম গঠন করিয়া সরেজমিন পরিদর্শন শেষে তাহারা
ত পাইয়াছে যে, অধিকাংশের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো নাই। ৭০
ণ এমনকি বোর্ডের নীতিমালা পূর্ণত মানিতেছে না। অতঃপর ৩৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান
রিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে বেসরকারি পলিটেকনিক
টিউট, টেক্সটাইল কলেজ, মেডিকেল টেকনোলজি ও কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ। চলতি
বাতিলকৃত কলেজগুলি একাদশ শ্রেণীতে কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিতে পারিবে না।
অভিযোগে আরও ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করিয়া দুই মাসের আল্টিমেটাম দেওয়া
ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাইতে না পারিলে বন্ধ করিয়া
। হইবে ওইগুলিও। অর্থাৎ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলিও কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিতে পারিবে
তি বৎসর। দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে যেই সকল
ণ প্রমাণিত হইয়াছে, সেইগুলি হইল ইচ্ছামতো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়া সার্টিফিকেট
শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি, সর্বোপরি শিক্ষার নামে ছাত্রছাত্রীদের
প্রতারণা করাসহ ব্যাপকভাবে বাণিজ্য করিবার অভিযোগ। ৪ বৎসর মেয়াদি কারিগরি
পরিচালনা করিতে হইলে বোর্ডের কিছু নীতিমালা রহিয়াছে। ভৌত অবকাঠামোর
রহিয়াছে অধ্যক্ষ/পরিচালকদের কক্ষ, অফিস কক্ষ, একাডেমিক কক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক কমনরুম, পৃথক টয়লেট, গ্যালারি, টিচার্স কমনরুম, লাইব্রেরি,
টরি ফ্যাসিলিটিজ, উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী ইত্যাদি। পরিদর্শক টিমের অভিজ্ঞতায়
মিলিয়াছে, বন্ধ ঘোষিত এবং সতর্কীকৃত অধিকাংশ কারিগরি কলেজের ন্যূনতম
ঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নাই; নাই উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী। অধিকাংশ বেসরকারি
নে প্রতি টেকনোলজির জন্য ল্যাবরেটরি রহিয়াছে মাত্র ১টি। তদুপরি অনেক প্রতিষ্ঠান
ছে কোনরকম ল্যাবরেটরি বাতিরেকেই। ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে ইচ্ছামতো টাকা
ইহারা শুধু সার্টিফিকেট বিক্রয় করিতে সিদ্ধহস্ত। প্রশ্ন হইল, শুরুতেই এইগুলি
রি বোর্ডের অনুমোদন অর্থাৎ অ্যাফিলিয়েশন পাইল কিভাবে? নাকি অনুমোদনপ্রাপ্তির
ও কোনরূপ অবৈধ লেনদেন হইয়াছে? যাহা হউক, এই বৎসর বোধকরি টনক
ছে বোর্ডের। সতর্কীকৃত ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে বোর্ড বলিয়া দিয়াছে, সুনির্দিষ্ট ৯টি শর্ত
ম পূরণ করিতে না পারিলে চলতি বৎসর কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাইবে
ং নির্দেশ অমান্য করিলে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন না দিবার পাশাপাশি আইনানুগ
গ্রহণ করা হইবে। শিক্ষার নামে বাড়ি বা যহল বিশেষের এই স্বেচ্ছাচারিতা ও অসাধু
বন্ধ করিবার বিকল্প নাই।